দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 24 SEP 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

বোর্ডের পরীক্ষা ঃ সর্বত্র ভুল

দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ডের কিছুদিন আগে প্রকাশিত এসএসসি পরীক্ষার নম্বরপত্রসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে নানা রকম ভুল-ত্রুটি রয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। স্কুল, পরীক্ষার্থী ও পরীক্ষার্থীর পিতার নাম ভুল ছাড়াও মোট নম্বর ও প্রাপ্ত নম্বরের মধ্যে গরমিল, লেটার নম্বর থাকা সত্ত্বেও তার উল্লেখ না থাকা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের ত্রুটি নম্বরপত্রে ধরা পড়েছে বলে জানা গেছে। নম্বরপত্রে এইসব ভুল থাকার কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা কলেজে ভর্তি হতে গিয়ে বিপাকের সম্মুখীন হচ্ছে। কোনো কোনো বোর্ড কর্তৃপক্ষ বিষয়টি অবহিত হওয়ার পর বোর্ড থেকে সাধারণ ভুল-ত্রুটি সংশোধন করিয়ে আনার অনুরোধ জানিয়ে বিভিন্ন স্কুলে চিঠি দিয়েছে বলে পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। দূর-দূরান্তের স্কুল কর্তৃপক্ষ বা অভিভাবকদের পক্ষে বোর্ডে এসে ভুল-ত্রুটি সংশোধন করিয়ে নিয়ে যাওয়া কতটা সহজসাধ্য সেটা বিবেচনায় না এনেই বোর্ড এ চিঠি দিয়ে তার দায়িত্ব শেষ করেছে। এইভাবে বোর্ডে এসে নম্বরপত্র সংশোধন করিয়ে নিয়ে যাওয়া ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার বটে। প্রশ্ন ওঠে, এই ব্যয় নির্বাহ করবে কে? দ্বিতীয়তঃ ত্রুটিমুক্ত নম্বরপত্র ছাড়া কোনো ছাত্র বা ছাত্রীর কলেজে ভর্তি হওয়া সম্ভব নয়। ভর্তির নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে সংশোধিত নম্বরপত্র কলেজে জমা না দিতে পারার কারণে কেউ যদি কলেজে ভর্তি হতে না পারে তাহলে যে ক্ষতি শিক্ষার্থীর হবে, তার খেসারতই বা কে দেবে?

নম্বরপত্রে ভুল-ত্রুটি থাকা বিরল কোনো ঘটনা নয়। কিন্তু, গত এসএসসি পরীক্ষার নম্বরপত্রে বিচিত্রমুখী ভুল ও অনিয়মের যে সাক্ষ্য পাওয়া গেছে, তাতে এটা মনে করা অসঙ্গত হবে না যে, ঐ পরীক্ষার নম্বরপত্র তৈরীর ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা চরম অমনোযোগিতার পরিচয় দিয়েছেন। আগে নম্বরপত্রে শতকরা এক-আধটি ভুল-ত্রুটি কখনো কখনো লক্ষ্য করা গেছে এবং এই ভুল-ত্রুটিকে কেউই অস্বাভাবিক বলে মনে করেননি। কিন্তু, এবার ভুলের যে ছড়াছড়ি লক্ষণীয়, তা কেন ঘটলো, তার জবাব বোর্ডগুলোকেই খুঁজে বের করতে হবে। সকলেরই জানা, নতুন ধরনের প্রশ্নপত্রের কারণে গত এসএসসি পরীক্ষায় অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী কৃতকার্য হয়েছে। স্টারসহ প্রথম, স্টারবিহীন প্রথম এবং দ্বিতীয় বিভাগে এবার রেকর্ড সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছে। পাসের এই হার ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবক মহলে ব্যাপক উৎসাহ ও আশার সঞ্চার করেছে। কেউ কেউ অবশ্য পাসের এই হারের জন্যে নতুন ধরনের প্রশ্নপত্রকে দায়ী করেছেন। তাদের বক্তব্য হলো ঃ এ ধরনের প্রশ্নপত্র সঠিক মেধা যাচাইয়ের জন্যে উপযোগী নয়। আগের পদ্ধতিই সঠিক বলে তারা মনে করেন। নতুন প্রশ্নপত্রের পক্ষে যারা, তাদের বক্তব্য সম্পূর্ণ উল্টো। তাদের কথা হলো ঃ যেসব ছাত্র-ছাত্রীর পাঠ্য বইয়ের ওপর দখল বেশী এই প্রশ্ন পদ্ধতি তাদের ভালো ফলের জন্যে সহায়ক। এ পদ্ধতি থাকলে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠাভ্যাস বাড়বে, লেখাপড়ার উন্নতি হবে এবং পাসের হারও বাড়বে। এ দুয়ের মাঝামাঝি একদল আছেন, যারা পুরাতন ও নতুন এই দুই প্রশ্ন পদ্ধতির বাস্তবসঙ্গত সংশোধন বা সমন্বয় চান। যতদূর জানা গেছে, সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবিদগণ বিষয়টি পর্যালোচনা করছেন। পাসের সংখ্যা বৃদ্ধি, নম্বরপত্রে ভুল-ত্রুটির জন্যে কোনো ভূমিকা রেখেছে কি-না আমরা জানি না। তবে, অভিযোগ পাওয়া গেছে, ফলাফল ঘোষণার ৬ সপ্তাহ অতিবাহিত হওয়ার পরও না-কি কোনো কোনো শিক্ষা বোর্ডের নম্বরপত্র সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলোতে এখনও পৌঁছেনি। বোর্ডগুলোর লোক স্বল্পতা এর মূল কি-না সেটাও আমাদের অজানা। কারণ যাই হোক, ত্রুটিযুক্ত নম্বরপত্র প্রদান কিংবা যথাসময়ে নম্বরপত্র স্কুলে না পৌঁছানো কোনো দৃষ্টান্ত হওয়া উচিত নয়। বোর্ডগুলোর আভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ এবং পরীক্ষা নিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ-কারবার লক্ষ্য করে আমাদের কেন জানি মনে হচ্ছে, একটা অস্থিরতা, একটা আস্থাহীনতা সর্বোপরি একটা দিগদর্শনহীনতা শিক্ষা সেক্টরে বিশেষত মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজ করছে, যা শুধু দুঃখজনক নয় উদ্বেগজনকও বটে। এই প্রেক্ষিতে আমাদের বক্তব্য হলো ঃ আপনারা যারা শিক্ষা সেক্টরের বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞ ও কর্মকর্তা হিসাবে কাজ করছেন, তারা একটু ধৈর্য ধারণ করুন, নিজেদের ওপর আস্থা বৃদ্ধি করুন এবং জাতির ভবিষ্যতকে সামনে রেখে আপনাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করুন। কারণ, যে অবস্থা চলছে, তা অব্যাহত থাকলে সমগ্র জাতিই এক অপূরণীয় ক্ষতির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে— এটা কারোই কাম্য হতে পারে না।